তুরস্কের স্মৃতি

মূলঃ
সায়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদঃ
মানসূর আহমাদ

মাকতাবাতুল হাসান

তুরস্কের স্মৃতি

প্রথম সংস্করণ : মে ২০১৮
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত
ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ।
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

ISBN : 978-984-93533-0-0

মূল্য : ১৬০/= টাকা মাত্র

Turashker sriti
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan

অ র্প ণ

মুশতাক আহমাদ

একজন আলি মিয়াঁ-প্রেমিক।

বিষয়সূচি

পাঠকের আদালতে
প্রাককথন
তুরস্ক : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দামেশক থেকে তুরস্কের সীমান্তে

ভ্রমণের সূচনা
আলেপ্পোতে
আলেপ্পো থেকে ইসলাহিয়া
তুর্কি সফরসঙ্গীদের ধর্মীয় আবেগ

তুরস্কের সীমানায়

ইসলাহিয়ায়
তুরস্কের সরেজমিনে
তুর্কি সফরসঙ্গীদের প্রভাব স্বীকার
আঙ্কারা থেকে ইস্তাম্বুল

ইস্তাম্বুলে

হায়দরপাশা থেকে ইস্তাম্বুল
চিন্তান্বিত-দুশ্চিন্তাগ্রস্ত
দুশ্চিন্তার অবসান
আবু আইয়ুব আনসারি রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাজারে
আয়াসুফিয়ায়
গুলহানা পার্কে

বসফরাস প্রণালিতে
তুর্কি যুবকদের সমাবেশে আমার বক্তব্য
খড়কুটোর দামে আরবি বইপুস্তক
আরব ছাত্রদের সমাবেশে
সুলাইমানিয়া কুতুবখানায়
সুলতান সুলাইমান মসজিদ
তোপকাপে জাদুঘর
সুলতান আবদুল হামিদ খানের ইলদিজ প্রাসাদ
মনোমুগ্ধকর অত্যাধুনিক 'হাম্মাম'
জামে সুলাইমানির জাদুঘর
তুরস্কের প্রসিদ্ধ আলেম শাইখ হাসান বসরির সঙ্গে সাক্ষাত
তুরস্কের প্রসিদ্ধ মুসলিম কবি মরহুম মুহাম্মদ আকিফ
রাগিব পাশার লাইব্রেরি
কুল্লিয়াতুল উলূম কলেজ ভবন
তুর্কি ইতিহাসবিদ ইসমাইল হামি দানিশমন্দের সঙ্গে সাক্ষাত
মরহুম সুলতান আবদুল হামিদ খান
দানিশমন্দ সাহেবের দৃষ্টিতে মিদহাত পাশা
সুলতান আবদুল হামিদ খানের স্মৃতি
উসমানি সুলতানদের স্মৃতিচিহ্ন
তাতারস্তান প্রজাতন্ত্রের সাবেক প্রধান সাদরি মাকসুদি
প্রফেসর নুরুদ্দিন তুবজু
বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রাসাদ দোলমা বাগিচা
আতাতুর্কের মৃত্যুঘর
তুরস্কের প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর

ইস্তাম্বুল ইউনিভার্সিটিতে

ড. আলি ফাওয়াদ বাশগিলের সঙ্গে সাক্ষাত
ধর্ম-অধর্ম সম্পর্কে আলোচনা
দরবেশ প্রকৃতির লোক ইউসুফ জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত
আরব ছাত্রদের শেষ সমাবেশ ও সাক্ষাত

আঙ্কারা সফরের প্রস্তুতি
যাইনুল আবিদিন ও অন্যান্য আরব ছাত্রের ত্যাগ স্বীকার ও মেহমানদারি
আমার সফরসঙ্গী
একনজরে ইস্তাম্বুল
তুর্কিদের সমাজিক জীবন
বর্তমান সরকার ও ধর্মীয় আগ্রহ
বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
ইস্তাম্বুল থেকে আঙ্কারা

আঙ্কারায়

চহচক ইয়ালাস
ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সদর দফতরে
মুসতাফা রেজা
ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ
ভাষান্তর বিভাগের কার্যক্রম
উস্তাদ ইসমাইল হাক্কি
কনস্ট্যান্টিনোপলে মুহাম্মদ আলফাতিহের প্রবেশ
মুহাম্মদ আলফাতিহের শ্রেষ্ঠত্ব
জামে হাজি বায়রম
ইসলাম পত্রিকার কার্যালয়ে
ধর্মীয় আন্দোলনের আওয়াজ
আতাতুর্কের সমাধি
দীনিয়াত কলেজে
কলেজের শিক্ষকবৃন্দ
শিক্ষকের যোগ্যতা
কলেজের পাঠ্যক্রম ও নীতিমালা
নতুন প্রজন্মের ধর্মীয় শিক্ষা
আঙ্কারায় জুমার নামাজ
ফিরিঙ্গি পোশাকে আলেম
একনজরে আঙ্কারা

কোনিয়ায়

ড. আলি কামাল
সুলতান সেলিম জামে মসজিদ ও লাইব্রেরি
মাওলানা রুমি রাহিমাহুল্লাহর মাজারে
বিস্ময়কর এক 'প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন'
প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের কার্যালয়ে
সেলজুক শাসনামলের স্মৃতিস্মারক
মাওলানা সদরুদ্দিন কোনবি রাহিমাহুল্লাহ
জামে কারাদাই মসজিদ
কোনিয়া শহর
ড. আলি কামালের বাসায়

প্রত্যাবর্তন

কোনিয়া থেকে বিদায়
পথের দৃশ্য
দরিদ্র অঞ্চল
আদানা
ইস্কেনদেরুন থেকে আলেপ্পো

পাঠকের আদালতে

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

'তুরস্ক' ও 'আলি মিয়াঁ' এ দুই নাম মুসলমানদের কাছে অনেক তাৎপর্যবহ, অনেক গুরুত্বের। 'তুরস্কের স্মৃতি' বইটাও এ তাৎপর্যবহ তুরস্কের ভ্রমণকাহিনি এবং এর পর্যটক ছিলেন প্রিয় আলি মিয়াঁ– আবুল হাসান আলি নদবি রাহিমাহুল্লাহ।

আলি মিয়াঁর সফর শুরু হয়েছিল সিরিয়ার দামেশক থেকে এবং সমাপ্ত হয়েছে এ সিরিয়ারই আলেপ্পোতে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সফরে সময় লেগেছে তেরো দিন। বইটির মূল নাম ছিল *দু হাফতে তুর্কি মেঁ* বা তুরস্কে দু সপ্তাহ। পুরোপুরি দু সপ্তাহ হয় না বলে আমরা এটার নাম পাল্টে দিয়েছি।

সর্বশ্রেণির পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে বইটিতে বেশকিছু টীকা সংযোজন করে দিয়েছি। তবে কিছু মানুষের পরিচয় তুলে ধরা যায়নি। যেমন, সুলতান আবদুল মজিদ, সুলতান মুরাদ প্রমুখ। কারণ, এমন নামে একাধিক সুলতান ছিলেন। এবং লেখক কার কথা বলেছেন সেটা স্পষ্ট নয়।

অনুবাদ ও বানানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ভুলত্রুটি পরিহার করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবু কোনো ছোট ভুলও যদি কারো দৃষ্টিগোচর হয়, তবে জানানোর অনুরোধ রইল।

কয়েকজন মহান ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলে অকৃতজ্ঞতা হবে। তাঁদের একজন আহমাদ আমিন ভাই। তিনি বর্তমানে তুরস্কের কায়সেরিতে পড়াশোনা করছেন। তুর্কি নামগুলোর

বর্তমান সঠিক উচ্চারণ এবং আরো বেশকিছু বিষয় ক্ষণে ক্ষণে তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে হয়েছে। আরেকজন ভাই আবুল হাসানাত। তিনি দেওবন্দ থেকে পড়াশুনা শেষ করে বর্তমানে হায়দরাবাদে ইসলামি আইন নিয়ে পড়াশোনা করছেন। ফারসি কবিতাগুলোর অর্থের ক্ষেত্রে তিনি অনেক সহায়তা করেছেন। এছাড়াও শ্রদ্ধেয় লেখক কাজী আবুল কালাম সিদ্দিক, বন্ধু দিলওয়ার মাহমুদ মিল্কী, মুশতাক আহমাদ, তানজিল আহমাদ, জুবায়ের হাসান জুয়েল-সহ আরো অনেকেই বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন। তুরস্কের স্মৃতি নামটা দিয়েছেন বন্ধু তানজিল আহমাদ। এছাড়া প্রকাশক রাকিবুল হাসান খান ভাইয়ের কথা না বললেই নয়। সবার প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জাযাকুমুল্লাহু আহসানাল জাযা। আল্লাহ সবার প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

দোয়াপ্রার্থী

মানসূর আহমাদ

মার্চ ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ।

gelpenbd@gmail.com

প্রাককথন

১৩৭৫ হিজরির শাবান (১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল) মাসে দামেশক ইউনিভার্সিটির[১] নিমন্ত্রণে যখন দামেশক[২] সফরের সুযোগ এল, তখনই নিয়ত করেছিলাম, এবার যথাসম্ভব তুরস্কের সফরটাও সেরে নেব। তুরস্কের সঙ্গে পুরো বিশ্বের মুসলমানদের বিশেষত ভারতবর্ষের মুসলমানদের প্রগাঢ় ও পুরনো সম্পর্ক রয়েছে। ভারতের খেলাফত আন্দোলনের কথা যাদের স্মরণ আছে, তারা অনুমান করতে পারবেন, তুরস্কের সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্ক কতটা গভীর ও হৃদ্যতাপূর্ণ এবং তাদের কাছে তুরস্কের নাম কতটা আকর্ষণীয়! যদিও খেলাফত আন্দোলনের সময়টাতে আমি ছোট ছিলাম, তবু সে সময়কার স্মৃতি আমার মনে এখনো সজীব, সদা জাগ্রত। তুর্কিরা কয়েক শতাব্দীকাল পর্যন্ত ইসলাম ও পবিত্র কাবার রক্ষক এবং ইসলামি শক্তির পতাকাধারী হিসেবে বিদ্যমান ছিল। ইস্তাম্বুল[৩] সেই শহরগুলোর মধ্যে একটি, যেগুলোর নাম পুরো বিশ্বের মুসলমানদের কাছে খুব বেশি পরিচিত এবং প্রিয়।

---

[১] সিরিয়ার সবচে বড় ও পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ১৯০৩ সালে মেডিকেল স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় এবং ১৯২৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তখন এটির নাম দেওয়া হয় সিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৮ সালে আলেপ্পো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এটির নাম হয়ে যায় দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা দুই লাখেরও বেশি। এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট হলেন মুহাম্মদ হাসান কুর্দি।

[২] সিরিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তম নগরী। এটি একটি ঐতিহাসিক শহর। এই শহরকে কেন্দ্র করেই ইবনে আসাকির রাহিমাহুল্লাহ রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক* বা দামেশকের ইতিহাস।

[৩] ইস্তাম্বুল তুরস্কের সবচে বড় ও অন্যতম প্রধান শহর। এর পুরনো নাম কনস্ট্যান্টিনোপল। এটি বাইজান্টিয়াম নামেও পরিচিত ছিল। পূর্বে এটি উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৪৫৩ সালে এটি তৎকালীন উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে ঘোষিত হয়। এটি তুরস্কের সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির কেন্দ্রস্থল। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত এটিই ছিল তুরস্কের রাজধানী। তাছাড়া এটি তুরস্কের বৃহত্তম শহর, যার আয়তন ৫.৩৪৩ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১২.৮ মিলিয়ন। ইস্তাম্বুল একটি আন্তঃমহাদেশীয় শহর; এর এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা এশিয়ায় বসবাস করলেও এটি ইউরোপের বাণিজ্যিক এবং ঐতিহাসিক কেন্দ্র। খ্রিষ্টপূর্ব ৬৬৭ সালে শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেলজুক ও উসমানি সুলতানদের সময়ে এটির নাম ছিল কনস্ট্যান্টিনোপল। তুরস্ক প্রতিষ্ঠার পর ১৯২৩ সালে কনস্ট্যান্টিনোপলকে ইস্তাম্বুল নামে নামকরণ করা হয়।